সংবাদ

তারিখ ... 23 DEC 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... ২ ...

জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা
শিক্ষার্থীরাই আসছেন বেশি

মাহমুদুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে আয়োজিত 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা জমে উঠেছে। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠছে মেলা প্রাঙ্গণ। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও আসছে মেলায়।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা ১৫ ডিসেম্বর শুরু হয়। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ টাকার প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে মেলায় প্রবেশ করা যাবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে বইমেলা উদ্বোধন করেন। মেলায় ১৫০টি স্টল রয়েছে। এবার ৭টি সরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। সেগুলো হলো : বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিশু একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর। এবারের বইমেলায় ১৩টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। সেসব প্রতিষ্ঠান হলো : কোলকাতার বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কোলকাতার শিশু সাহিত্য সংসদ, ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইরান দূতাবাস, ভারতের দে'শ পাবলিশিং, কোলকাতার মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ভারতের পুনশ্চ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, বিশ্বব্যাংক অফিস, সেভ দ্য চিলড্রেন, চায়না এম্বাসি, পাকিস্তানের চিলড্রেন পাবলিকেশন, ভারতের সানরাইজ পাবলিকেশন।

গতকাল সোমবার সকালে বইমেলায় সরজমিন গিয়ে দেখা যায়, বিশাল মাঠে আয়োজিত মেলায় ছিমছাম স্টলগুলোতে বিভিন্ন রকমের বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মেলায় ছাত্রছাত্রীদের আগমন বেশি দেখা গেছে। মেলায় প্রকাশক ও বইয়ের স্টলে নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে মেলা সম্পর্কে কথা হয়। এবারের আন্তর্জাতিক বইমেলা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে আয়োজন করায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কাছে হওয়ায় এবার ছাত্রছাত্রীরা বইমেলায় আসতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

কার্কলী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী 'সংবাদ'কে বলেন, এবারের মেলা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে হওয়ায় ভাল হয়েছে। খোলামেলা জায়গায় মেলাটি হচ্ছে। আগে বইমেলা হতো সংকুচিত স্থানে। প্রবেশ টিকেট সম্পর্কে তিনি বলেন, এতে পাঠক এবং ক্রেতারাই মেলায় আসে। আড্ডা দিতে বা ঘোরাফেরা করার জন্য আসা এতে বন্ধ হয়েছে। পাঠক এসে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে তাদের পছন্দের বই কিনতে পারে। বাংলা একাডেমীর মেলায় দর্শকও আড্ডা দিতে

দেবনাথের সঙ্গে। তিনি জানান,
মাধ্যমে একুশে বইমেলার মতে
আন্তর্জাতিক বইমেলাটি প্রচার পায় ন
বলেন, মুক্তধারা প্রকাশনীর স্টলে
বই বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক
রূপকথার বই বেশি বিক্রি
নিউজপ্রিন্টের পুরনো বইগুলোর মূ
হওয়ার সেগুলোর বিক্রি সন্তোষ
মেলা সম্পর্কে তিনি বলেন, মেলা
ভাল উদ্যোগ নিয়েছে। রাতে যথেষ্ট
ব্যবস্থা আছে। এ জায়গাটা খো
হওয়ায় প্রচুর পাঠক সমাগম হতে প
বইমেলা ঘুরে দেখা গেছে, উপ
শিশুতোষ বই বেশ বিক্রি হচ্ছে।
অন্য প্রকাশ ও পাঠক সমাবেশের
সামনে কিশোররা বই পছন্দ করতে
গেছে।

পাঠক সমাবেশে আবুল আহসান
লালন সমগ্র ও আরজ আলী মাতুব্ব
সমগ্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লালন
পাঠক নেড়েচেড়ে দেখছে।
প্রকাশনীতে লেখক আতিকুর রহমান
খণ্ডে লেখা পার্বত্য তথ্য কোষ বইটি
স্টলে বসে থাকতে দেখা গেছে।
স্টলে নিয়োজিত রিমি জানান,
মোতাহার হোসেনের গণিত শাস্ত্রের
ও সুব্রত বড়ুয়ার বিজ্ঞানের ইতিহাস
পাঠকরা কিনছে।

প্রিতম প্রকাশে শিশুতোষ বই চলছে
স্টল থেকে জানানো হয়, মিনা আশ
গল্পে আদর্শ শিশু, আফরোজা
ছায়াভূত ও পিয়াল চৌধুরীর শ
রিন্টুর গল্প ভাল। অন্বেষা প্রকাশনী
মোহাম্মদ রফি বলেন, মেলা জমে উ
রঙিন ফুল প্রকাশনীর স্টল থেকে
সরকার জানান, প্রতিদিন মেলায় ৩
হাজার টাকার শিশুতোষ বই বিক্রি